02

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

শিক্ষকদের দাবী মানুন, সম্পূরক বাজেট পাস করাইয়া দিব

—বিরোধী দল

জনগণের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা বিবেচনা করিয়া দেখুন

—সরকারী দল

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ গতকাল (বৃহস্পতিবার) জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ বেসরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘটের ফলে সৃষ্ট সংকট নিরসনের লক্ষ্যে তাহাদের প্রতিনিধিদের সহিত অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠানের দাবী জানাইলে সরকারের পক্ষ হইতে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা হইবে। তবে শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী এবং সংসদ উপনেতা ও সরকারী দলের চীফ হুইপ এমন কোন ইঙ্গিত দেন নাই যে, ধর্মঘটি শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া মানিয়া নেওয়া হইবে। এবং তাঁহারা বলেন, বেতন বৃদ্ধির এই দাবী-

(১১শ পৃ: ৬-এর ক: দ্র:)

শিক্ষকদের দাবী

(১ম পৃ: পর)

দাওয়া মানিয়া নিলে সরকারের ১২২ হইতে ১২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। বিরোধী দলীয় সদস্যগণ সম্পূরক বাজেটে ইহা পাস করাইয়া দেওয়ার আশ্বাস দিলে সরকারী দল হইতে বলা হয়, তাহা হইলে জনগণের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিতে হইবে।

বিরোধীদলের দাবী ছিল, আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হইতেছে। শিক্ষক ধর্মঘটের অবসান না ঘটিলে পরীক্ষায় বিঘ্ন ঘটিবে। সদস্যগণ বলেন, দুই সপ্তাহের এই ধর্মঘট এখন জাতীয় সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকদের উদ্বেগ দূর করিতে হইবে। সেজন্য তাঁহারা আজ (শুক্রবার) শিক্ষক প্রতিনিধিদের সহিত বৈঠকে বসার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। যে সকল বিরোধী দলীয় সদস্য এই বিতর্কে অংশ নেন তাঁহারা হইলেন, বিরোধী দলীয় উপনেতা আবদুস সামাদ আজাদ, আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমদ, শেখ ফজলুল করিম সেলিম ও আবদুর রাজ্জাক, জাতীয় পার্টির মওদুদ আহমদ, জামায়াতে ইসলামীর মওলানা আবদুস সোবহান, ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন, গণতন্ত্রী পার্টির সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত ও জাসদ (সিরাজ)-এর শাজাহান সিরাজ।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান বলেন, এই সমস্যার সমাধান যত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব সে ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতেছে। তিনি এ প্রশ্নে আগামী রবিবার সংসদে একটি বিবৃতি প্রদানের কথা উল্লেখ করিলে বিরোধী দলে হৈ চৈ শুরু হয়। বিরোধী দলীয় সদস্যগণ বলেন, বিবৃতিতে সমস্যার সমাধান হইবে না। তাহারা এ ব্যাপারে সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন।

চীফ হুইপ দেলোয়ার হোসেন বলেন, এ সমস্যা সম্পর্কে সরকার সচেতন রহিয়াছে। দ্বন্দ্ব হইল ধর্মঘটী শিক্ষকদের একাধিক প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠনকে লইয়া। তিনি বলেন, ধর্মঘট করা তাহাদের অধিকার, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করিয়া সরকারকে বেকায়দায় ফেলিয়া দাবী আদায় করা সঠিক নয়। তিনি বলেন, তাহারা আলাপ-আলোচনার পথ পরিহার করিয়া চরম পথে চলিয়া গিয়াছে। ছাত্ররা যাহাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে এই সমস্যার যাহাতে একটি সুষ্ঠু সমাধান হইতে পারে সেজন্য সঠিক পরামর্শদানের জন্য তিনি বিরোধী দলের প্রতিও আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দিন সরকার বলেন, শিক্ষকদের অধিকাংশ সংগঠনের সহিত তিনি আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। তবে কয়েকটি সংগঠনের পক্ষ হইতে তাহার সহিত কোন যোগাযোগ না করায় তিনি নিজে আলাপ করেন নাই। তিনি বলেন, একটি সংগঠনের সভাপতি সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদ। তিনি শিক্ষক নন। তাহাকে বহিষ্কার করিলে তিনি ঐ সংগঠনের সহিত বৈঠকে বসিবেন বলিয়া জানান। তবে তাহার প্রতিমন্ত্রী বৈঠকে বসিতে পারেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা ও কৃষি ঋণ মওকুফের ফলে সরকারকে আড়াই হাজার কোটি টাকা দিতে হইয়াছে। শিক্ষকদের দাবীদাওয়া মানিলে আরও ১২২ হইতে ১২৫ কোটি টাকা লাগিবে। বিরোধীদলের সদস্যগণ সম্পূরক বাজেট পাস করিয়া বায়তুল মোকার রমে গিয়া বসিবেন। তাহারা বাজেট পাস করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু দায়িত্ব তো সরকারের। এই অর্থের সংস্থান তো সরকারকেই করিতে হইবে।

সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেন, সীমিত সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করিতে হয় তাহা সরকারকেই বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি বলেন, জনগণের উপর অতিরিক্ত কর চাপাইয়া দেওয়া কতটুকু যুক্তিসঙ্গত হইবে তাহাও বিরোধীদলকে বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি বলেন, ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে বিষয়টি আলোচনা করা যাইতে পারে।